বড় অর্থনীতির হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা

মাহা মির্জা

বাংলাদেশের অর্থনীতি বাড়বাড়ন্ত– এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহৎ অর্থনীতির ক্ষুদ্র মানুষগুলো অর্থনীতির ভারী চাকাটা চালাতে গিয়ে বাঁচলো না মরলো– সেই প্রশ্নটি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখায় বাড়ন্ত অর্থনীতির অনুচ্চারিত দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ এক্স-এর ২০১৯ সালের নতুন রিপোর্টে 'বড়লোক' বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। এর আগে ২০১৮ সালে বিশ্বের 'অতি বড়লোক' বৃদ্ধির তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের নতুন রিপোর্টে বলছে, বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে একটি (প্রথম ৪টি দেশ হলো, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, ভুটান এবং ভারত)। এ বছর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক লীগ টেবিলে'র রিপোর্টে 'বৃহৎ অর্থনীতি'র তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বে ৪১তম, ২০৩৩ সালের মধ্যে ২৪তম বড় অর্থনীতি হবে। এই সময়ের মধ্যে গড়ে ৭ পার্সেন্ট হবে বাংলাদেশের জিডিপি।

চুইয়ে পড়ে কি অর্থনীতি?

আমরা অর্থনীতিতে পড়েছি, অর্থনীতির আকার বাড়লে তার একাংশ নিচের দিকে 'চুইয়ে' পড়ে। কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এই 'ট্রিকেল ডাউন' বা চুইয়ে পড়া অর্থনীতির পক্ষে বিপক্ষে একসময় ইকোনোমিক টাইমসে বিতর্ক করতেন ভারতের দুই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। জগদীশ ভাগাওয়াতি বললেন প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি বাড়লে রাষ্ট্রের সক্ষমতা তৈরী হয়, কর্মসংস্থান তৈরী হয়। অমর্ত্য সেন বললেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ও বিচারিক কাঠামোতে বিনিয়োগ না করে শুধু উপরের দিকে সম্পদ গড়লে অর্থনীতিটা উপরের দিকেই আটকে থাকে। এতে দরিদ্র মানুষের তেমন উপকার হয়না। বরং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বাড়ে। এই বিতর্কের মাঝখানে যোগ দিয়েছিলেন আরেক ভারতীয় অর্থনীতিবিদ পার্থ দাসগুপ্ত। তিনি বললেন, সেন বা ভাগাওয়াতি কেউ প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার বিষয়টি সামনে আনেননি। সীমিত সম্পদের দেশে সর্বসাধারণের নদীনালা-বনভূমি-জলাশয়-কৃষিজমি বিপর্যস্ত করেই অর্থনীতির আকার বাড়ে, জিডিপিও বাড়ে। কাজেই এইসব ভয়াবহ ক্ষতির হিসাব থাকতে হবে জিডিপিতে। তবেই বৈষম্যমূলক অর্থনীতির আসল চিত্রটা.ধরা পড়বে।

ভারতে ট্রিকেল ডাউন থিউরির অসারতা প্রমাণিত হয়েছে বহুবছর আগেই। দুই দশকে ৩ লাখ কৃষকের আত্মহত্যা, কয়েক কোটি মানুষের উচ্ছেদ, শীর্ষ ধনীর তালিকায় বিশ্বে চতুর্থ আর 'হাঙ্গার ইনডেক্সে' বিশ্বে ১০৩- এইসব সীমাহীন বৈষম্যের পরিসংখ্যান প্রতিবছরই প্রশ্নবিদ্ধ করে ভারতের জিডিপিকে। আমাদের এখানে জিডিপি বাড়ছে, পাশাপাশি বেকারের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে, আবার হু হু করে বড়লোকও বাড়ছে। একদিকে পরিসংখ্যান বলছে দারিদ্র কমছে, আরেকদিকে সীমিত সম্পদের দেশে কৃষকের জমি, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের টাকা, আর প্রকল্প-বরাদ্দের একাংশ আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ সম্পদের 'জনগণের অংশটুকু' চুরি করেই বড়লোক তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের রিপোর্ট বলছে, ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে ৫৭ শতাংশ!

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট (২০১৯) বলছে অর্থনীতি বাড়ছে তার প্রধান কয়েকটি কারণ হলো- 'ম্যানুফ্যাকচারিং', 'কনস্ট্রাকশন', 'বাম্পার ক্রপ হারভেস্ট', আর 'রেমিটেন্স'। এই খাতগুলোকে আমরা চিনি, জানি। এই খাতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকেও আমরা চিনি জানি। 'ম্যানুফ্যাকচারিং' মানে আমাদের মিরপুর, গাজীপুর, আশুলিয়ার গার্মেন্টসের মেয়েরা। 'কনস্ট্রাকশন' মানে আমাদের রোদে পোড়া নির্মাণ শ্রমিক। 'বাম্পার হারভেস্ট' মানে ফলনের পর ফসলের দাম না পাওয়া কৃষক। আর রেমিটেন্স মানে কম খাওয়া, ঋণের বোঝা মাথায় নেয়া প্রবাসী শ্রমিক। তো আমাদের 'হেভি-ওয়েট' অর্থনীতিটির চাকা ঘোরানো মানুষগুলো কেমন আছে?

গার্মেন্টস শ্রমিক

দেশের ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয় গার্মেন্টস শিল্প, অথচ কয়েকমাস আগেও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি পেতেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকেরা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) মিরপুর, গাজীপুর, আশুলিয়া, ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার বাসা ভাড়া, পানির লাইন, চাল, ডাল, তরিতরকারি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, মেডিকেল, পরিবহন খরচ– এসব আমলে নিয়ে হিসাব করে দেখিয়েছে, ঢাকার আশেপাশের শহরগুলোয় শ্রমিকের মজুরি হওয়া উচিত কমপক্ষে তেরো হাজার টাকা। আর ঢাকার মধ্যে ১৬ হাজার টাকা। গার্মেন্টস শিল্পে ৪র্থ আর ৫ম গ্রেডের শ্রমিকেরা (সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি) বেতন বাড়ার পরও মজুরি পাচ্ছেন মাত্র ৮ হাজার টাকা। অক্সফ্যাম দেড় হাজার ফ্যাক্টরিতে জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছে, ক্রমাগত ওভারটাইম করার পরও বাংলাদেশের ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জন গার্মেন্টস শ্রমিকই বেঁচে থাকার মতো নূন্যতম মজুরি পাচ্ছেন না। ১০ জন গার্মেন্টস কর্মীর মধ্যে নয়জনেরই তিন বেলা খাওয়ার সামর্থ নেই। ৮৭ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিকই ঋণগ্রস্থ। ৫৬ ভাগ শ্রমিক বাকিতে জিনিস কিনতে বাধ্য হয়। এছাড়াও বিরতিবিহীন ভাবে কাজ করতে বাধ্য হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে পিঠব্যথা, মেরুদণ্ড ব্যাথা, এবং মূত্রনালির সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। অন্যদিকে, এই মাসেই নিট-পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ শ্রমিকদের 'পুষ্টি রক্ষা'র এক অভিনব প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দুই লাখ নারী শ্রমিককে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াবে তারা। তো হঠাৎ করে শ্রমিকদেরকে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানোর প্রয়োজন পড়লো কেন?

গাজীপুর বা আশুলিয়ার যেকোনো একটি কাঁচা বাজারে দাঁড়িয়ে দেখুন, গার্মেন্টস কর্মীরা শাকপাতা ছাড়া আর কিছু কেনার সামর্থ রাখেন কিনা? মাছ মাংস ডিম দুধ ফল কিনতে পারেন কিনা? আইসিডিডিআরবির (২০১৮) জরিপ বলছে, নারী শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই আমিষ আর আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতা আর অপুষ্টিতে ভুগছে। খালেদা নামের একজন গার্মেন্টস কর্মী আমাদের জানিয়েছিলেন, সারাদিনের বিক্রি না হওয়া সস্তা দামের বাসি আর অর্ধপচা মাছ বহু গার্মেন্টস কর্মীর একমাত্র আমিষের যোগান।

প্রতিবারই বলা হয় গার্মেন্টস খাতে মজুরি বাড়লে রফতানিতে ধস নামবে। কিন্তু আসলেও কি তাই? গত এক যুগে ৩ হাজার টাকা থেকে

বেড়ে ৮ হাজার টাকা হয়েছে মজুরি। এবং এই সময়কালে গার্মেন্টস রফতানিও ক্রমাগত বেড়েছে (২০০৮ সালে গার্মেন্টস খাতের আয় ছিল ১২০০ কোটি ডলার। ১০ বছরের মাথায় রফতানি আয় তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০০ কোটি ডলার)। আবার তিন দশকে এই শিল্পের মালিকেরা সম্পদের পাহাড় গড়লেও আশির দশক থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একটি টাকাও ট্যাক্স দিতে হয়নি তাদের। বরং বছর বছর ক্যাশ প্রণোদনা পেয়েছে ২ থেকে ৫ শতাংশ হারে। অন্যদিকে, তিন দশক ধরে গার্মেন্টস কর্মীরা ঠিকমতো খেতে পায়না, শুক্রবারে ছুটি পায়না, একটানা ১২ ঘন্টা কাজ করে, টয়লেট চেপে রাখে, 'ইউরিন ইনফেকশন', 'ব্যাকপেইন', অপুষ্টি, ও রক্তশুন্যতায় ভোগে, আর এসব কারণে উৎপাদনশীলতাও কমে। এবং শেষপর্যন্ত ফলিক এসিড/আয়রন ট্যাবলেট খাইয়ে অপুষ্টিতে ভোগা দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু মেয়েগুলোকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার প্রজেক্ট হাতে নিতে হয়।

প্রবাসী শ্রমিক

প্রতিবছর মধ্যপ্রাচ্য থেকে তিন হাজারের বেশি লাশ ফেরে কফিনে। প্রবাসী শ্রমিকের লাশ। অথচ প্রবাসী শ্রমিকের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের জিডিপির ৭ শতাংশ। সরকারি সূত্র বলছে, বেশিরভাগের মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ বা স্ট্রোক। অথচ এই শ্রমিকদের বয়স ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। হাজার হাজার কর্মক্ষম টগবগে এই তরুণদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি কেন? বিশ্বব্যাংক আর আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার বিভিন্ন সময়ের রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশের অভিবাসন খরচ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেশি। যেমন, কুয়েত যেতে বাংলাদেশের একজন শ্রমিকের লাগছে দেড় থেকে চার লাখ টাকা, যা পাকিস্তান, শ্রীলংকা বা নেপালের তুলনায় অনেক বেশি। এর মধ্যে আবার মোট খরচের ৭৭% লুটে নিচ্ছে দালাল চক্র। এই চক্রের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। টাকা জোগাড় করতে কেউ চড়া সুদে ঋণ করেন, কেউ জমি জমা বিক্রি করেন। এরপর চক্রাকারে বাড়তে থাকে সুদের বোঝা। তার উপর আবার ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করেও পর্যাপ্ত মজুরি পায়না শ্রমিকেরা। অর্থাৎ অতিরিক্তি শ্রম, অল্প খাবার, ঋণের বোঝা– এরপর মারাত্বক দুশ্চিন্তায় হার্ট এটাক, স্ট্রোক– এভাবেই মরে যাচ্ছে একটি হতদরিদ্র দেশের অর্থনীতিকে গায়ে গতরে সচল রাখা তরুণ শ্রমিকেরা।

> 'ম্যানুফ্যাকচারিং' মানে আমাদের মিরপুর, গাজীপুর, আশুলিয়ার গার্মেন্টসের মেয়েরা। 'কনস্ট্রাকশন' মানে আমাদের রোদে পোড়া নির্মাণ শ্রমিক। 'বাম্পার হারভেস্ট' মানে ফলনের পর ফসলের দাম না পাওয়া কৃষক। আর রেমিটেন্স মানে কম খাওয়া, ঋণের বোঝা মাথায় নেয়া প্রবাসী শ্রমিক। তো আমাদের 'হেভি-ওয়েট' অর্থনীতিটির চাকা ঘোরানো মানুষগুলো কেমন আছে?

আপনি বলবেন যেহেতু বিদেশের মাটিতে এসব ঘটছে, কি করার আছে বাংলাদেশের। অথচ প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ হলো, ভয়াবহ সংকটেও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়না দূতাবাসগুলো। বছরের পর বছর এভাবে অসংখ্য তরুণ শ্রমিকের মৃত্যুর পরেও মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের কোনো রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা নেই। এতগুলো লাশের পেছনের কারণ আসলেই হৃদরোগে, নাকি মালিকপক্ষের অবহেলা, বা কর্মক্ষেত্রের 'দুর্ঘটনা'– এসব খতিয়ে দেখারও এতটুকু দায় নেই। মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সৌদি আরবে নারী শ্রমিক পাঠানো বন্ধ করেছে শ্রীলংকা ২০১৩ সালেই। ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া আর নেপাল নিজ নিজ দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের মজুরি আর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দরকষাকষি করছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে। অথচ আমাদের এখানে গত দেড়-দুই বছরে শুধু সৌদি আরব থেকেই ভাঙা হাতপা, ছেঁকা খাওয়া শরীর আর ধর্ষণের শিকার হয়ে ফেরত এসেছে হাজার খানেক নারী শ্রমিক। মেয়েগুলোকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাতে, ছেলেগুলোকে টুপটাপ মরে যাওয়া থেকে বাঁচাতে আজ পর্যন্ত কি করেছে দূতাবাসগুলো? কি করেছে সরকার? শুধু রেমিটেন্সটাই নেবেন? লাশের দায় নেবেন না?

নির্মাণ শ্রমিক

জিডিপির ১৪ পার্সেন্ট আমাদের নির্মাণ খাত। বিশ্বব্যাংক বলছে বাড়বাড়ন্ত অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক দেশের নির্মাণ শিল্প। অথচ দশ পনেরো তলার উপরে 'স্পাইডারম্যানে'র মতো ঝুলে ঝুলে কাজ করে মধ্য আয়ের দেশের হাজারো নির্মাণ শ্রমিক। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে, বহুতল ভবন থেকে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে বছরে শতাধিক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। এসব কি স্বাভাবিক মৃত্যু? নাকি হত্যা? সামান্য একটি হেলমেট, একটি সেইফটি বেল্ট, এবং একটি সেইফটি নেট থাকলেই শ্রমিকের জীবন বাঁচে। উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশের কটা দালানে জান বাঁচানোর এই ন্যূনতম সরঞ্জামগুলো থাকে? নাকি উন্নয়নের দেশে শ্রমিকের জীবনের চাইতে হেলমেটের দাম বেশি?

কৃষক

কৃষি জিডিপির ১৪ শতাংশ এবং দেশের জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বেশি মানুষ জড়িয়ে আছে কৃষির সঙ্গে। বিশ্বব্যাংক বলেছে পরপর কয়েক বছর বাম্পার ফলনের ফলে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। কিন্তু প্রতিবার বাম্পার ফলনের পর কৃষকের যে বাম্পার দুর্ভোগ হয় সেই রিপোর্টটি কোথায়? জমির লিজ, বীজ সংগ্রহ, খেতমজুরের পারিশ্রমিক, সেচ, কীটনাশক, ইউরিয়া, পটাশ– এইসব বহুমুখী খরচের পর প্রতি বছর লস দিয়ে ধান বেঁচে কৃষক। সরকারি ক্রয় কেন্দ্রগুলো কি করে? ন্যায্যমূল্যে ধান কেনে কৃষকের কাছ থেকে? পটুয়াখালীর একজন কৃষক জানিয়েছিলেন, ফড়িয়া মজুতদারের চেয়েও মণপ্রতি ১০০ টাকা কম দেয় সরকারি ক্রয় কেন্দ্রগুলো।

এদেশের কৃষক ভর্তুকি চায়না। '৩৭ হাজার কোটি টাকা' ঋণ মওকুফও চায়না। চায় শুধু ন্যায্য দাম। ফড়িয়াদের উৎপাত আর চালকল মালিকদের প্রতারণা থেকে মুক্তি। সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে ভালো দামে ধান বেচতে পাড়ার গ্যারান্টি। এবার ২ কোটি টন বোরো উৎপাদন লক্ষমাত্রা, অথচ সরকার কিনবে মাত্র ১২.৫ লাখ টন। তাও সরাসরি কৃষকের ধান নয়, ১১ লাখ টনই মিলের চাল। কৃষকের ধানের বদলে মিলের চাল কিনলে কার লাভ?

মন্ত্রী বলছে, 'সারাদেশ থেকে চাষিদের নির্বাচন করা কঠিন'। কঠিন কেন? এতোবছরেও কৃষকের তালিকা নেই কেন? কেউ বলছে সরকারি গুদামে জায়গা নেই। নেই কেন? 'উন্নয়নে'র দেশে এতদিনেও 'ক্যাপাসিটি' বাড়ানো হয়নি কেন? গত আমন মৌসুমে বাম্পার ফলনের পরও চলতি বছরে ২ লাখ টন চাল আমদানি হলো কোন বিবেচনায়?

কৃষক বলে, 'সরকারি গুদামে ধান দিতে গেলে কয় শুকইছে না,

আর্দ্রতা কম, আবার ফড়িয়া-টাউটরা ওই একই ধান আমরার কাছ থাকি কম দামে কিইন্না গুদামে দিতে পারে'। কৃষক কষ্ট করে ফসল ফলায়। পয়সা খরচ করে ভ্যান ভাড়া দিয়ে গুদাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। অথচ সরকার ধানের আর্দ্রতা নেই বলে ফিরিয়ে দেয় কেন? ধান কেনার ইচ্ছা থাকলে এতবছরেও সব রকমের ধান 'হ্যান্ডেল' করার মতো সক্ষমতা তৈরি করেনি কেন রাষ্ট্র? চাতাল মালিকদের উপর নির্ভরশীলতা কমায়নি কেন? 'গুদামে'র মালিক, মিলের মালিকের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? বিশ্বের সর্বোচ্চ খরচের হাইওয়ে বানানো যায়, মহাকাশে স্যাটেলাইটও পাঠানো যায়, রাশিয়ান মিগ্ আর চাইনিজ ফাইটার জেট কেনা যায়, কেনা যায়না শুধু মণপ্রতি পাঁচশো টাকায় ঘামে জবজবে কৃষকের ধান? তখন বলা হয়, 'স্টোরেজ' নেই, 'ক্যাপাসিটি' নেই, ধান শুকায় নাই।

মেগা প্রকল্প আর হারিয়ে যাওয়া মানুষ

দেশে জিডিপির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে সরকারের মেগা প্রকল্পের ব্যয়। আর একেকটি মেগা প্রকল্পের উত্থানের পিছনে আছে ঘরবাড়ি, কৃষিজমি হারানো মানুষের একেকটি মেগা দুঃখ-উপাখ্যান। পায়রা বন্দর আর বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে এখন পর্যন্ত সাড়ে সাত হাজার একর জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে উচ্ছেদ হবে ২০ হাজার মানুষ। বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্যে কৃষকের পাকা ধানের ক্ষেতে বালু ভরাট করে শত শত মণ ধান নষ্ট করে জমি কেড়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। মহেশখালী মাতারবাড়িতে এলএনজি টার্মিনাল, সমুদ্র বন্দর, আর ২টি কয়লা প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার একর কৃষিজমি হারিয়েছে কৃষক। ২ প্রকল্পের মাঝখানে আটকে পড়া প্রায় ৭০-৮০ হাজার মানুষও উচ্ছেদ আতঙ্কে আছে। রামপাল কয়লা প্ল্যান্টের কারণে প্রায় ৩ হাজার সংখ্যালঘু পরিবার জমি হারিয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই খবর কে রাখে। এসব এলাকার স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ করলেই বোঝা যায়, ক্ষতিপূরণের নামে কি অদ্ভুত প্রহসন চলে এই দেশে। তার উপর কায়েম হয়েছে ভয়ের এবং ত্রাসের রাজত্ব। রামপাল, পায়রা, মাতারবাড়ি সবখানেই।

২০০৬ সালে ফুলবাড়ীর ১৪ হাজার একর ফসলি জমিতে কয়লাখনি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল তৎকালীন বিএনপি সরকার। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার অগণিত জলাশয়, কৃষিজমি, আর সেচ ক্যানেল হারিয়ে যেত, দীর্ঘমেয়াদে বসতভিটা হারাতো দেড় লাখ মানুষ। এই মেগা-প্রকল্পের পরিকল্পনাটিও হয়েছিল 'ডেভেলপমেন্ট'-এর নামেই। বিডিআরের গুলিতে তিন জন নিহত হলে ফুলবাড়ির মানুষের প্রবল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী। বলেছিলেন, 'সম্পদ রক্ষা'র আন্দোলনে ফুলবাড়ীর জনগণের সঙ্গে আছে আওয়ামী লীগ'। অথচ বর্তমান সরকারের আমলে কয়লা প্ল্যান্টের কবল থেকে জমি বাঁচাতে গুলি খেয়ে মরে গেছে বাঁশখালীর ৪ লবণ চাষি। সারা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে ফসলের মাঠে লাল পতাকা লাগিয়ে কি পরিমাণ কৃষিজমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ হয়েছে তার খবর কে রাখে?

এতো সেই কলোনিয়াল আমলের উন্নয়ন! পূর্ব বাংলার চা, পাট আর কলকারখানার মুনাফা লুটে তিলোত্তমা হয়েছিল পশ্চিমের ইসলামাদ। ভারত থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ লুটে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল ব্রিটেনে। কালো মানুষকে দাস বানিয়ে গড়ে উঠেছিল ভার্জিনিয়ার তুলা শিল্প। ঠিক তেমনি আজও এক অঞ্চলের ভূমি গ্রাস করে, বিল-বাওড়-বীজতলা-বনভূমি ছারখার করে, গৃহস্থ কৃষককে দিনমজুর বানিয়ে তৈরি হয় বড় অর্থনীতির সিঁড়ি।

মেগা প্রকল্পের খরচ/ঋণ

এই তথ্য এখন কারো অজানা নয় যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/মহাসড়কের ব্যয় সারা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষে। ভারতে ১০ কোটি টাকায় নির্মিত হচ্ছে চার লেনের নতুন মহাসড়ক। চায়নাতে লাগছে ১৩ কোটি, ইউরোপে ২৮ কোটি। আর এখানে দুই লেনের সড়ক চার লেন করতে গড়ে খরচ পড়ছে ৫৯ কোটি টাকা। ঢাকা-মাওয়া রুটের নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা! অর্থাৎ ভারতের প্রায় ৯ গুণ! ইউরোপেরও তিনগুণ। মহাসড়ক বাদে অন্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির খরচ কয়েক দফায় বেড়ে এক লক্ষ ১৩ হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির খরচ বাংলাদেশের মোট বাজেটের চারভাগের এক ভাগ! এদিকে এসব প্রকল্পের কারণে জিডিপিতে ঋণের অংশ বাড়ছে। এই মুহূর্তে বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগ ঋণ। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু ঋণ ১৩ হাজার টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার টাকায়। এইসব মহাখরুচে টার্মিনাল, মহাসড়ক, আর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর অবিশ্বাস্য খরচের দায়ভার কে নেবে? কে নেবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ৫৬ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণের দায়? আর কে! আছে তো এক জনগণের পকেট।

> ক্রমাগত ওভারটাইম করার পরও বাংলাদেশের ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জন গার্মেন্টস শ্রমিকই বেঁচে থাকার মতো নূন্যতম মজুরি পাচ্ছেননা। ১০ জন গার্মেন্টস কর্মীর মধ্যে নয়জনেরই তিন বেলা খাওয়ার সামর্থ নেই। ৮৭ ভাগ গার্মেন্টস শ্রমিকই ঋণগ্রস্থ। ৫৬ ভাগ শ্রমিক বাকিতে জিনিস কিনতে বাধ্য হয়।

১০ বছরে আট দফায় বেড়েছে বিদ্যুতের দাম। বেড়েছে কৃষকের সেচের খরচ। বেড়েছে ভ্যাট। গ্যাসের দাম ৪০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯০০ টাকা। মহাসড়ক আর সেতুগুলোতে একই অবস্থা। বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলি, রূপসা, পাকশি, মেঘনা-গোমতি সহ দেশের মোট ৫১টি সেতুতে বাড়তি টোল আদায় চলছে। কিছু ক্ষেত্রে টোল বেড়েছে ৭০০ শতাংশ পর্যন্ত। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে ঢাকায়, কিন্তু গণপরিবহনের হাল শোচনীয়। আপাতদৃষ্টিতে মধ্যআয়ের দেশে এগুলো সামান্য ব্যয়বৃদ্ধির নমুনা। কিন্তু প্রতিবার শ্রমিক আন্দোলনগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ৭% জিডিপির দেশেও মাত্র কয়েকশো টাকার হেরফেরে কি হাল হয় শ্রমিক পরিবারগুলোর। তাহলে অর্থনীতি একচল্লিশ হোক আর চব্বিশ হোক, তাতে মানুষের লাভ কি?

কলাপাড়ার ইসমাইল তালুকদার ৬৫ একর কৃষি জমি হারিয়ে বলেছিলেন 'কী ছিলাম আর কী অইলাম! জমিজমা সব নিল, কিন্তু টাহা পাইলাম না।' রামপালের দাউদখালি নদীপাড়ের বাসিন্দা মধ্যতিরিশের এক নারী (নাম প্রকাশে ভীত) কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, সারা জীবনের সম্বলটুকু দিয়ে অনেক যত্ন করে ৭ শতক জমিতে একটা ঘর তুলেছিলেন। ঘরের সঙ্গে পাকা বাথরুম, মুরগির ঘরও ছিল। সম্প্রতি উচ্ছেদের নোটিস পেয়েছেন। ক্ষতিপূরনের হিসাব শুনে তিনি হতভম্ভ। ঢাকায় সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনের সময় পারভীন নামের এক শ্রমিক বলেছিলেন, 'বেতন বাড়াইছে হুইনাই তো বাড়িওয়ালা হা কইরে রইছে। এহন সব খরছই তো বাড়ব। কিন্তু

হিসাব কইরা দেহি ট্যাহা তো বাড়ে না।" বড় অর্থনীতির রঙিন পৃথিবীতে খেটে খাওয়া মানুষের ছোট গল্পগুলো এমনই বিবর্ণ।

পরিশিষ্ট:

গত ১০ বছরে বাংলাদেশের 'জিডিপি-গ্রোথ' ৬ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে ৭.৫ শতাংশ হয়েছে। আইয়ুব খানের 'গোল্ডেন ডেভেলপমেন্ট'-এর দশকেও পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি বেড়েছিল ৩.১ থেকে ৬.৭ শতাংশ। সেই জেনারেলদের যুগেও অবকাঠামো-বাজেট বাড়ায় পূর্ব বাংলার জিডিপি ১.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪ শতাংশ-এ পৌঁছেছিল। ১১ বছরে আইয়ুবীও জিডিপির সেই সাংঘাতিক 'উন্নয়নে' মিলেছিল মুক্তি? ভালো ছিল পূর্ব বাংলা?

আমরা বারবার বলার চেষ্টা করছি, অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা মানেই মানুষের অবস্থার উন্নয়ন নয়। বরং মধ্যআয় আর ৮ পার্সেন্ট জিডিপির বাগাড়ম্বরের আড়ালে চাপা পরে থাকছে অগণিত শ্রমজীবী মানুষের বিপর্যয়ের গল্প। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, জিডিপি রিফ্লেক্টস নোবডিজ রিয়ালিটি। জিডিপিতে কোনো মানুষের গল্প নেই। ইতিহাস সাক্ষী, বড় অর্থনীতির রসদ জোগাতে, মেগা প্রকল্পের জমি জোগাতে, বিদেশি ডলারের 'সাপ্লাই' বাড়াতে, স্বল্প আয়ের মানুষগুলো স্রেফ 'কোরবানি' হয়ে যায়। নগরীর এক প্রান্তে গড়ে ওঠে বিএমডাব্লিউ ও মার্সিডিজের শোরুম, মাত্র ১০ ভাগ মানুষের হাতে আটকে থাকে জাতীয় আয়ের ৩৮ শতাংশ, অথচ আরেক প্রান্তে অগণিত অকাল মৃত্যু! কেন নির্মাণ শ্রমিকের জন্যে থাকেনা সামান্য সেইফটি নেট? কেন ভাত-মাছের বদলে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াতে হয়? কেন ১৩ বছরে কফিনে চেপে দেশে ফেরে ৩৩ হাজার লাশ? জবাব দিক উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ।

মাহা মির্জা: লেখক, গবেষক।
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. Aljazeera.com. Sri Lanka to ban maids going to Saudi Arabia. Janaruy 25, 2013.

২. Bangladesh Quarterly Development Update, UNDP, October-December 2017. p.10.

৩. বাংলা ট্রিবিউন। ১০ বছরের মধ্যে ২০১৮ সালে প্রবাসীর লাশ এসেছে সবচেয়ে বেশি। জানুয়ারী ৪, ২০১৯।

৪. bdnews.24.com. Bangladesh's per capita debt up by Tk 460 to Tk 13,160. September 3, 2015.

৫. বিডিনিউজ২৪.কম। নিট শ্রমিকদের দেয়া হবে আয়রন ট্যাবলেট। মার্চ ৩১, ২০১৯।

৬. বণিক বার্তা। মহাসড়ক নির্মাণ সবচেয়ে ব্যয়বহুল হচ্ছে বাংলাদেশে। অক্টোবর ৬, ২০১৫।

৭. বণিকবার্তা। ১০ শতাংশের হাতে সবকিছু কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। মার্চ ১২, ২০১৮।

৮. বণিকবার্তা। শিল্প আরো বড় হচ্ছে তবে নারী শ্রমিকরা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। অক্টোবর ১৩, ২০১৮।

৯. বণিকবার্তা। প্রবাসী শ্রমিকরা বেশি মারা যাচ্ছেন হৃদরোগ-স্ট্রোকে। জানুয়ারি ২২, ২০১৯।

১০. বণিক বার্তা। ঢাকার শিল্প কারখানার শ্রমিক মজুরি জীবনমানের উত্তীর্ণ নয়। জানুয়ারি ২৮, ২০১৯।

১১. Daily Star. Bangladesh pays highest migration cost worldwide. April 24, 2015.

১২. Daily Star. 4 killed in clash over setting up power plants. April 5, 2016.

১৩. Daily Star. Flyover Puzzle for Bangladesh: Costliest in South Asia. Dec, 25, 2016.

১৪. Daily Star. Defaulted Loans: 5 state-run banks hold nearly 43pc. September 13, 2018.

১৫. Daily Star. Bangladesh Urged to suspend Rampal power project near Sundarbans. September 15, 2018.

১৬. দৈনিক যুগান্তর। ৪ কোটি বিরাশি লাখ প্রকৃত বেকার। মার্চ ২৮, ২০১৮।

১৭. দৈনিক যুগান্তর। মাথাপিছু ঋণ ৬০ হাজার টাকা। জুন ৯, ২০১৮।

১৮. Dhaka Tribune. 90 more Bangladeshi female workers return from Saudi Arabia. February 28, 2019.

১৯. Dhaka Tribune. Workplace deaths double in 2016. April 28, 2017.

২০. Economics and Business Research (CEBR). World Economic League Table (WELT). 2018
International Accountability Project. The Phulbari Coal Project A Threat To People, Land, And Human Rights In Bangladesh 2012.

২১. International Labor Organization (ILO). The Cost. 2104. p. 2.

২২. কালের কণ্ঠ। ৫১ সেতুতে টোল বাড়ছে নীতিমালা কার্যকর আজ। জানুয়ারী ১১, ২০১৫।

২৩. Matin, Abdul. The Economics of Ruppur Power Plant. Daily Star. March 2, 2017.

২৪. Mid-Plan Review of the Third Five Year Plan (1965-70), p. 35-36.

২৫. Maniruzzaman, Talukder. "Crises in Political Development" and the Collapse of the Ayub Regime in Pakistan. The Journal of Developing Areas. Vol. 5, No. 2 (Jan., 1971), p. 230.

২৬. Oxfam. Made in poverty: The True Price of Fashion. February 2019. p. 6.

২৭. প্রথম আলো। ফুলবাড়ীতে বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনা: সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ (আসাদুলল্লাহ সরকার ও সাদেকুল ইসলামের রিপোর্ট।)

২৮. প্রথম আলো. জমি অধিগ্রহণ নিয়ে অস্থির কলাপাড়া। ১২ ডিসেম্বর, ২০১৬।

২৯. প্রথম আলো। ব্যয় বেড়েছে ৭,৫০০ হাজার কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০১৭।

৩০. প্রথম আলো। তরুণ বেকারের হার সাত বছরে দ্বিগুন। নভেম্বর ১৮, ২০১৮।

৩১. প্রথম আলো। মজুরিকাঠামোতেই গলদ। জানুয়ারী ১০, ২০১৯।

৩২. Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 2016. Bangladesh Bureau of Statistics. 2016. (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ-২০১৬)

৩৩. Tsamboulas, Dimitrios. Estimating and Bench-marking Transport Infrastructure Cost. UNECE Workshop on 'Good practices and new tools for financing transport infrastructure'. 8th September 2014.

৩৪. Wealth-X. The Ultra-Wealthy Analysis:The World Ultra Wealth Report- 2018. September 5, 2018.

৩৫. Wealth-X. The Global HNW Analysis: The High Net Worth Handbook. January 16, 2019.

৩৬. World Bank Group. Poverty and Shared Prosperity 2018. Piecing Together poverty puzzle. p.29-30.

৩৭. বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি'র ওয়েবসাইটের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, মোট ৭১টি 'জোনের' জন্যে জমি অধিগ্রহণ হয়েছে ৭৬,৮৬১ একর। বর্তমানে 'অধিগ্রহণকৃত জমি'র কলামটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।